63 20

তারিখ 11 SEP 1988
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

দৈনিক সংবাদ

চট্টগ্রামের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস—১

অবরুদ্ধ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষকরা আতঙ্কিত—

।। আমীর খসরু ও জাফর ওয়াজেদ ।।

চট্টগ্রাম, ১০ই সেপ্টেম্বর।-- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি কেমন জানতে চেয়েছিলাম একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের কাছে তারই কক্ষে বসে। তিনি ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, আমরা ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে আছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ শতাধিক ছাত্র ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারছে না। পরীক্ষায় অংশ নিতে দেয়া হচ্ছে না এমন ছাত্রের সংখ্যাও অসংখ্য। শিক্ষকরাও সন্ত্রাসের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। দুর্ব্যবহারের শিকার ও লাঞ্ছিত হয়েছেন অনেক শিক্ষক। অস্ত্রের মুখে হল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে হল প্রাধ্যক্ষকে। অস্ত্র দেখিয়ে, চিঠি দিয়ে, লিফলেট ছেড়ে কখনও বা অশ্লীল ভাষায় শ্লোগান দিয়ে শিক্ষকদের হুমকি দেয়া হয়।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। ছাত্রদেরও অনেক স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ। দিনেদুপুরে অস্ত্র নিয়ে অস্ত্রধারীদের আনাগোনা নজরে পড়ে। অবাঞ্ছিত বহিরাগতদেরও আনাগোনা রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বোমা ফাটে আর গুলী চলে মুড়ি-মুড়কির মত। হাত মকশ রাখা এবং প্রতিপক্ষকে ভয় দেখানোই এর উদ্দেশ্য। কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বোমা বানাতে গিয়ে একজন নিহত হয়। তবে

(৭-এর পাতায় দেখুন)

২ বছরে সিন্ডিকেট সভায় কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যায়নি

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ১০ই সেপ্টেম্বর।-- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গত ২

(শেষ পৃ: ৩-এর ক: দেখুন)

সিদ্ধান্ত নেয়া যায়নি

(১ম পাতার পর)

[ব]ছরে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভাগুলোতে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত [গ্র]হণ করা যায়নি। সভা চলাকালে [প্র]ায়শঃই শিবিরকর্মীরা সভাস্থল [ঘে]রাও করে রাখে। কখনো সভা[ক]ক্ষেও ঢুকে পড়ে। শিবিরের [সন্ত্র]াসের ফলে নিরাপত্তার কারণে [']৮৮ সালে সিন্ডিকেটের ১টি নির্ধা[রি]ত সভা হতে পারেনি। সে[স]ময় সভা শুরুর আগেই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শিবিরকর্মীরা সভাস্থল ঘেরাও করে রেখেছিল। নিরাপত্তার অভাবে সিন্ডিকেট সদস্যরা সভাস্থলে যেতে পারেননি।

শিবিরের অব্যাহত সন্ত্রাসের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এক মাসেই সিন্ডিকেটের ৭টি জরুরী সভা হয়েছিল '৮৮র জানুয়ারীতে। শিবিরের ৩১ জন সন্ত্রাসী ছাত্রকে বহিষ্কারেরও কোন সিদ্ধান্ত ঐ সভাগুলো নিতে পারেনি তৎকালীন উপাচার্যের শিবিরের প্রতি সমর্থন থাকার কারণে।

ছাত্র-শিক্ষকরা আতঙ্কিত--

(১ম পাতার পর)

এ খবর নিরাপত্তার কারণে কেউই প্রকাশ করতে সাহস করেননি। এ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কেউ মুখ খুলতেও নারাজ।

ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ঘটনা। গা ছমছমে পরিবেশ চারদিকে। এক কথায় অস্বস্তিকর নীরবতা।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় তিন বছর ধরে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। একটি মৌলবাদী ছাত্র সংগঠন সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় দখল করে রেখেছে। সম্প্রতি পরিস্থিতি সরজমিনে দেখার জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে শিক্ষক, ছাত্র, প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন পর্যায়ের বেশ কয়েকজনের সাথে আলাপ হয়েছে। সবারই ছিল এক জবাব--'আমরা অসহায়।'

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দীন বলেছেন, একটি অশুভ শক্তির হাতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জিম্মি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৬ সালের ২৬শে নভেম্বর 'দখল করে' নেয় ইসলামী ছাত্র শিবির। এই ছাত্র সংগঠনটির কারণে এর পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল ৩১০ দিনের বেশী। এর মধ্যে একজন ছাত্রের হাত কেটে দেয়ার ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল ৬৫ দিন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হলেও এক মাস কোন ক্লাস হয়নি। ইসলামী ছাত্র শিবিরের অব্যাহত সন্ত্রাসের কারণে '৮৭' সালের ১৫ই অক্টোবর থেকে '৮৮' সালের ১০ই জানুয়ারী পর্যন্ত দীর্ঘ তিন মাস বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা ধর্মঘট পালন করেন। শিক্ষকদের ধর্মঘট প্রত্যাহারের একদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে একজন নিহত হয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় আরো এক মাস বন্ধ থাকে।

এছাড়া একশ' দিনের বেশী ইসলামী ছাত্র শিবির ধর্মঘট পালন করে। প্রতিমাসেই এই ছাত্র সংগঠনটি গড়ে তিনদিন করে ধর্মঘট ডেকেছে। এদের দাবীদাওয়া সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বিভাগের একজন কর্মকর্তার কাছে। তিনি বললেন, কখনও ১২ দফা, কখনও ৭ দফার নামে এরা ধর্মঘট ডেকে দেয়। এ বছর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ১৫ই আগষ্ট পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কয়েকটি সংগঠন। ঠিক এর আগের দিনই ইসলামী ছাত্র শিবির ধর্মঘট ডাকে ৭ দফা বাস্তবায়নের দাবীতে। গেটে গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। সতর্ক করে দেয়া হয় কেউ যাতে ঐ কর্মসূচী পালনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ না করে। শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ গঠনের জন্য সিন্ডিকেটের বিশেষ বৈঠকের দিন অর্থাৎ ৭ই সেপ্টেম্বর আবার ধর্মঘট ডাকা হয়। এমনও নজির আছে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বনভোজনে বাধা দেয়ার জন্যও ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে---

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি সরজমিনে দেখতে গিয়েছিলাম গত মাসের ২৭ তারিখে। অত্যন্ত গোপনে আমাদের প্রবেশ করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ২০টি গেটে, কড়া সশস্ত্র প্রহরা আছে নিজস্ব উদ্যোগে। অপরিচিত কিংবা বিরোধী পক্ষের কেউ প্রবেশ করলেই সশস্ত্র প্রহরীরা পিছু নেয় এদের। নানা জিজ্ঞাসাবাদ চলে। জবাব সন্তোষজনক মনে না হলেই নির্যাতন। নির্যাতনের প্রাথমিক ও নিয়মিত ষ্টাইল চপেটাঘাত এবং ঘুষি। বিরোধী পক্ষের কেউ জোরে হাঁটলেও ধমক খেতে হয়।

লিখন নেই।

পোষ্টার আর দেয়াল লিখন মুছে ফেলা হয়েছে অনেক আগেই। সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন শুধুই ইসলামী ছাত্র শিবিরের পোষ্টার, ব্যানার আর দেয়াল লিখন শোভা পাচ্ছে। এমনকি শহীদ মিনারে স্থাপিত শহীদদের নাম ফলকটিও গত মাসে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্যে পোষ্টার এঁটে দেয়া হয়েছে অসংখ্য।

পুলিশ কর্মকর্তার ভাষ্য

চট্টগ্রামের একজন উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা জানান, পুলিশ বিভিন্ন সময়ে অস্ত্র উদ্ধারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি চেয়েছে; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অনুমতি দেয়নি। পুলিশের এই কর্মকর্তা জানান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর অস্ত্র রয়েছে বলে নির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে। গত বছর পুলিশ একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছিল। এ সময় প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার পরিত্যক্ত স্থান অর্থাৎ জঙ্গল থেকেও পুলিশ বেশ কয়েকটি পাইপগান উদ্ধার করেছিল।

পাহাড়ে অবস্থান

শিবিরের সন্ত্রাসের আশংকা দেখা দিলেই দিনের বেলা ক্যাম্পাসে ক্লাস করতে আসা বা রাতে হলে অবস্থানকারী সাধারণ ছাত্ররা পাহাড়ে আত্মগোপন করে। এরকম এক সঙ্গে প্রচুর ছাত্র দু'দিন ধরে পাহাড়ে আত্মগোপন করেছিল '৮৬-র ২৬শে নভেম্বর রাত থেকে।